শিক্ষা- ৪

তারিখ 19 OCT 2007
পৃষ্ঠা - ৪ কলাম ৩

যুগান্তর

ড. ঈশা মোহাম্মদ

উচ্চ শিক্ষার নিম্নযাত্রা

উচ্চ শিক্ষা নিয়ে উচ্চমানীয় কথাবার্তা সেই প্রথম থেকেই, উচ্চ শিক্ষা আরম্ভের কাল থেকেই। বাংলাদেশেও জন্মলগ্ন থেকেই উচ্চ শিক্ষা প্রণবিদ্ধ। পাকিস্তান আমলে বহুবার বহুরকম ষড়যন্ত্র হয়েছে— উচ্চ শিক্ষাকে উচ্চমার্গীয় করার সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে রাখার। সে সময়েই রাজনৈতিক সব আন্দোলনের সঙ্গে উচ্চ শিক্ষার বিষয়টি প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষে আসত। প্রতিষ্ঠা শিক্ষা কমিশন নিয়েই মিটিং মিছিল হয়েছিল এবং রাজনৈতিক নেতারা তাদের রাজনৈতিক বক্তৃতায় শিক্ষা নিয়ে সব সময় কথা বলতেন। স্বাধীনতার পর তার ফল পাওয়া গিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্তশাসন পেয়েছিল। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার সমস্যাগুলো দূরীভূত হয়নি। বরঞ্চ রাজনৈতিক পদূশনের কারণে উচ্চ শিক্ষার অন্তর আহত হচ্ছিল প্রতিদিন। '৫৪ সালের ২১ দফা যার ওপর ভিত্তি করে মুসলিম লীগকে নাস্তানাবুদ করা হয়েছিল তাতে উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কিত দফা ছিল। সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত করার মূলনীতি কি হবে তা ২১ দফার ৯, ১০ ও ১১ নং দফায় বলা হয়েছিল। সেখানে স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছিল। বাংলাদেশের সংবিধান অনেকটা '৫৪-এর ঘোষণা ও দাবির ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ড. কামালের তির্যক কথা। স্বায়ত্তশাসনের আইন তৈরি করে ভুল করেছিলেন মন্তব্যটা সেদিনের প্রতিক্রিয়ারই অংশ। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন সেদিনকার এবং সত্তর দশকের বুদ্ধিজীবীদের সুশীল সমাজের এবং জনগণের দাবিরই প্রতিফলন। রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ব্রিটিশ আমলে এবং পাকিস্তান আমলে যেমন ছিল, বাংলাদেশ আমলেও তেমনটি ছিল।

বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষার প্রধান সমস্যা অবশ্য স্বায়ত্তশাসন নয়। প্রধান সমস্যা হচ্ছে দেশ-কাল-জাতির সমীকরণবহির্ভূত 'পাঠ'। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে যে পাঠদান করা হয় তা জাতির 'মানস' ও ভবিষ্যতের 'মনন' নয়। বাংলাদেশের মানুষ একটি স্বতন্ত্র জাতি সেটা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পাঠক্রম' তৈরি করা হয়। যেকালে যেমন শিক্ষিতের নামে ভদ্রবিশেষের বাচ্চা তৈরি করতে চেয়েছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন তেমনি একই ধারায় উচ্চ শিক্ষার নামে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্ব তৈরি করা যায়। এরা সৃষ্টিহীন চরিত্র অর্জন করে 'সৃষ্টিছাড়া', জীবনাচরণ করে দেশ ও জাতির 'প্রবণতাকে নুব্জকুব্জ করতে চায়। যে কোন জাতিকে নষ্ট করার জন্য তার স্বাতন্ত্র্যকে উচ্ছেদ করার জন্য তাদের নিজেদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা একটি কৌশল হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশের মানুষকে শিক্ষিত করার নামে ত্রিধারার প্রাইমারি শিক্ষা, বিভিন্ন ধারার উচ্চ শিক্ষা দিয়ে পুরো জাতিকে কালক্রমে অশিক্ষিত ও আত্মাবহ জাতিতে পরিণত করার একটি দীর্ঘমেয়াদি কৌশল কার্যকর করা হয়েছে। উচ্চ শিক্ষার নামে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব অনাসৃষ্টি মার্কা কাণ্ডকারখানা হচ্ছে, সরকার তার সবই জানে, কিছুই করে না। অনার্স মাস্টার্স পড়ানোর নামে কলেজগুলোতে যেখানে ন্যূনপক্ষে ২৫ জন শিক্ষক প্রয়োজন সেখানে ৪/৫ জন শিক্ষক দিয়ে উচ্চ শিক্ষার নামে যে বিদিকিচ্ছিরি শিক্ষা দেয়া হচ্ছে সে সম্পর্কেও সরকার সবই জানে, কিন্তু কিছুই বলে না।

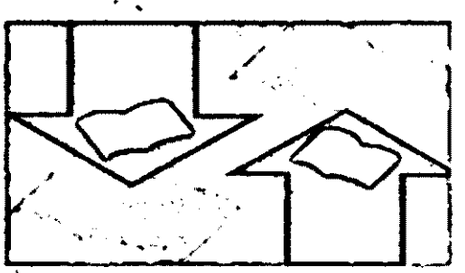

এই যে উচ্চ শিক্ষার নামে কদাচার এবং সার্টিফিকেটধারী 'অশিক্ষিত' বানানোর কুফলে পুরো জাতিকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করার যে প্রবণতা তৈরি হয়েছে তার অংকুর পাকিস্তান আমলের প্রত্যয়েই 'জাতীয় মানস' উপলব্ধি করেছিল। '৫৪ সালেই জাতির প্রয়োজনে জাতীয় ভাষার মাধ্যমে 'একজাতীয়' শিক্ষার দাবি উঠেছিল। জাতির দুর্ভাগ্য তা আজও বাস্তবায়িত হয়নি। উল্টো যে সুশীল প্রবণতা সামান্য হলেও বর্তমান আছে, তাকেই আঘাত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

হঠাৎ করেই কথা উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন বাতিল করার, এটি শাসক শ্রেণীর নিম্নলক্ষিত শোষণের অন্তরায় মনে করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে এর সঙ্গে রাজনীতি অবৈধ সম্পর্ক তৈরি করেছে। এমনকি ছাত্র রাজনীতির সঙ্গেও এটি জড়িত হয়েছে। কোন অর্থেই কথাটা ঠিক নয়। বরঞ্চ অসুস্থ রাজনীতি ছাত্রদের ব্যবহার করে স্বায়ত্তশাসনকে কলংকিত করেছে। জিয়াউর রহমান আইন করে ছাত্রদের জাতীয় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত করে এক মহা কেলেংকারি করে গেছে। এটি অপঘাত। এর বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি আসতে পারে। মোট স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য ওত হবে। প্রতিটা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব শৃংখলা ব্যবস্থা থাকতে পারে।

সংস্কারের প্রয়োজন শিক্ষাতেও। কিন্তু মোট বিদগ্ধজনের প্রজ্ঞাবানের সুচিন্তিত 'ফসল' হতে হবে। অকস্মাৎ 'সুনামি' হলে হবে না। যদি কেউ মনে করে যে তারা যা করছেন সবই ভালো তবে বুঝতে হবে তারা আর মানুষ নেই। কেননা, দোষে-গুণে মাটির মানুষ। ভালো কাজের সঙ্গে খারাপ কার্যও মানুষেই করে। ভালো কাজের প্রশংসা বাংলাদেশে হয় না। খারাপ কাজের 'নিন্দা' হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবেই। নিন্দুক যে উপকার করে তা রবীন্দ্রনাথ বুঝতেন। আমরা বুঝিনি। তবে একটা কথা কিন্তু বুঝি। বড় বড় মানুষের কাজকে অনুসরণ করে 'ভালো কাজ' করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন খর্ব করার জন্য শেখ মুজিবকে প্ররোচনা দেয়া হয়েছিল। তিনি খর্ব করেননি। জিয়াউর রহমানকে কয়েকবার প্ররোচনা দেয়া হয়েছিল। তিনি স্বায়ত্তশাসন বাতিল করেননি। এরশাদকেও কারা নাকি নিয়মিত স্বায়ত্তশাসন বাতিলের পরামর্শ দিত। তিনি একান্ত আজ্ঞাবহ ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ করে দায় সামলেছিলেন, স্বায়ত্তশাসনের ওপর হস্তক্ষেপ করেননি। শোনা যায় খালেদা জিয়াকেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ অনেকেই স্বায়ত্তশাসন খুন করার সৎ পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি স্বায়ত্তশাসন বাতিল না করে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা প্রদর্শন করেছিলেন। ভবিষ্যতের শাসকরা কি মহাজ্ঞানী মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন, না কি সুবিধালোলুপদের কুপরামর্শে কর্ণপাত করবেন? জাতি অপেক্ষা করে আছে, সামনে ওভারদিন। পা পিছলে আলুর দম কেউই খেতে চায় না। প্রাচীন চীনা উপকথা ছোট ছোট ভুলগুলো বড় ভুলের জন্ম দেয়— সেটি যেন আমাদের জন্য সত্য না হয়। কামনা করি।

ড. ঈশা মোহাম্মদ : *অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়*